বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ওজোপাডিকো) এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার আদেশ

বিইআরসি আদেশ # ২০১৭/১৪
তারিখঃ ২৩ নভেম্বর ২০১৭

ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ওজোপাডিকো) এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) অনুসারে খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার আদেশ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা)
১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
বাংলাদেশ
www.berc.org.bd

সূচী

অনুচ্ছেদ	বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা
১	আবেদনের সার-সংক্ষেপ	১
২	আবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা	১
৩	কমিশন কর্তৃক আবেদনটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ	২
৪	কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক আবেদন মূল্যায়ন	২
৫	গণশুনানি	৩
৬	শুনানি-পরবর্তী মতামত	৭
৭	কমিশনের পর্যালোচনা	৯
৮	রাজস্ব চাহিদা	১১
৯	মূল্যহার আদেশ	১৩
১০	নির্দেশনা	১৪
পরিশিষ্ট-'ক'	খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার	১৭
পরিশিষ্ট-'খ'	খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহারের শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি	২১

আদেশ # ২০১৭/১৪

ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ওজোপাডিকো) এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার আদেশ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) অনুসারে ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ওজোপাডিকো) এর জন্য প্রযোজ্য খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার আদেশ # ২০১৭/১৪ অদ্য ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে জারী করা হলো। আবেদন, গণশুনানি এবং কমিশনের পর্যালোচনার নিরিখে ওজোপাডিকো এর আবেদন নিষ্পত্তি করা হলো।

১.০ আবেদনের সার-সংক্ষেপ

১.১ ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ওজোপাডিকো) খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ১০.৩৬% বৃদ্ধির জন্য ১৩ মার্চ ২০১৭ তারিখে কমিশনে আবেদন করে। উক্ত আবেদনে ওজোপাডিকো খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাবের সপক্ষে নতুন পে-স্কেল মোতাবেক জনবলের বেতন-ভাতা পরিশোধ, নতুন সম্পদ যোগ হওয়ায় অবচয় খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, ব্যাংক সুদের হার কমে যাওয়ার কারণে বিবিধ আয় হ্রাস পাওয়া ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করে।

১.২ ওজোপাডিকো তাদের আবেদনে দেখিয়েছে যে, তাদের বর্তমান আয় ৬.৫৬ টাকা/কি.ও.ঘ. যার মধ্যে বিদ্যুৎ বিক্রয় থেকে আয় (ন্যূনতম, ডিমান্ড এবং সার্ভিস চার্জসহ) ৬.৪০ টাকা/কি.ও.ঘ. এবং অন্যান্য আয় ০.১৬ টাকা/কি.ও.ঘ.। অন্যদিকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রাক্কলিত তথ্য মোতাবেক সরবরাহ ব্যয় ৬.৯৪ টাকা/কি.ও.ঘ.। সে মোতাবেক বিদ্যমান মূল্যহারে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তাদের ঘাটতি ০.৩৮ টাকা/কি.ও.ঘ.।

২.০ আবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা

২.১ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ওজোপাডিকো এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার নির্ধারণের লক্ষ্যে কমিশন আইনের ধারা ৩৪(৪) অনুযায়ী অন্বেষণ, বিচার-বিশ্লেষণ এবং এ বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের শুনানি গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করে।

২.২ বিদ্যুতের মূল্যহার নির্ধারণ/পরিবর্তনের আবেদনপত্রটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিদ্যুৎ বিতরণ (খুচরা) ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০১৬ এর তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি (Methodology) মোতাবেক মূল্যায়নের নিমিত্ত কমিশন 'কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি (Technical Evaluation Committee-TEC)' গঠন করে।

৩.০ **কমিশন কর্তৃক আবেদনটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ**

৩.১ কমিশন ২৩ আগস্ট ২০১৭ তারিখের সভায় ওজোপাডিকো এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনটি পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে এবং তা মূল্যায়নের জন্য TEC কে নির্দেশ প্রদান করে।

৩.২ ওজোপাডিকো এর আবেদনের ওপর কমিশন ৩ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় টিসিবি অডিটোরিয়ামে গণশুনানির দিন, সময় ও স্থান ধার্য করে।

৪.০ **কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক আবেদন মূল্যায়ন**

৪.১ TEC সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালার তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে আবেদনপত্র মূল্যায়ন করে এবং প্রদত্ত সূচক অনুসরণ করে রাজস্ব চাহিদা (revenue requirement) নিরূপণ করে।

৪.২ ওজোপাডিকো ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরের নিরীক্ষিত, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সাময়িক এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রাক্কলিত হিসাব কমিশনে দাখিল করে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবের পরিপ্রেক্ষিতে TEC ২০১৬-১৭ অর্থবছরকে যাচাইবর্ষ বিবেচনা করে সমন্বয়ের মাধ্যমে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের রাজস্ব চাহিদা নিরূপণ করে।

৪.৩ TEC যাচাইবর্ষ ২০১৬-১৭ এর ভিত্তিতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য ওজোপাডিকো এর বিদ্যুৎ ক্রয়, বিক্রয়, সিস্টেম লস এবং বিতরণ রাজস্ব চাহিদা নিম্নোক্তভাবে নিরূপণ করেঃ

বিদ্যুৎ ক্রয়, বিক্রয় এবং সিস্টেম লস এর প্রাক্কলন

বিবরণ	পরিমাণ	TEC এর ব্যাখ্যা
বিদ্যুৎ ক্রয় (মিলিয়ন ইউনিট)	৩,২৬৬	বাল্ক পর্যায়ে মোট সরবরাহকৃত বিদ্যুতের ৫.৫০% ক্রয় বিবেচনায়
সিস্টেম লস (%)	৯.২৫%	
বিদ্যুৎ বিক্রয়/বিতরণ (মিলিয়ন ইউনিট)	২,৯৬৪	

প্রাক্কলিত বিতরণ রাজস্ব চাহিদা

ব্যয়ের খাত	রাজস্ব চাহিদা (মিলিয়ন টাকা)	TEC এর ব্যাখ্যা
জনবল	১,৯৭৪	২০১৬-১৭ অর্থবছরের ওপর ৪% অধিক
পরিচালন	১২৪	২০১৬-১৭ অর্থবছরের ইউনিট প্রতি ব্যয়
সাধারণ ও প্রশাসনিক	৩৭৫	
সিস্টেম পরিচালন লাইসেন্স ফিস	৫	নীট বিক্রির ওপর ০.০২৫% হারে
বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত ক্ষতি	২০	১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখের বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বিবেচনা
মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	**২,৪৯৮**	

অবচয়	৪৫৫	নতুন সম্পদের ওপর অবচয় বিবেচনা
রিটার্ণ অন রেট বেজ	৮০৬	বাংলাদেশ ব্যাংকের ২ বছর মেয়াদী ট্রেজারী বিল নিলামের হার (জানুয়ারি ২০১৭) অনুযায়ী ইক্যুইটির ওপর ৪.৪৪% হারে রিটার্ণ এবং ঋণের প্রকৃত সুদের হার বিবেচনায় রেট অব রিটার্ণ অন রেট বেজ ৪.৪২% বিবেচনা
আয়কর	১১৭	
মোট বিতরণ ব্যয়/রাজস্ব চাহিদা	**৩,৮৭৬**	
(বিয়োগ) অন্যান্য পরিচালন আয়	**-৪৬৫**	অন্যান্য পরিচালন আয় ৫% বৃদ্ধি, প্রযোজ্য সুদের হার বিবেচনায় সুদ আয়ের প্রাক্কলন
নীট বিতরণ ব্যয়/রাজস্ব চাহিদা	**৩,৪১১**	
ইউনিটপ্রতি নীট বিতরণ ব্যয়/রাজস্ব চাহিদা		**১.১৫ টাকা**

TEC এর প্রাক্কলন মোতাবেক ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ওজোপাডিকো এর নীট বিতরণ ব্যয়/রাজস্ব চাহিদার পরিমাণ (মোট বিতরণ ব্যয়/রাজস্ব চাহিদা থেকে অন্যান্য পরিচালন আয় বাদ দিয়ে) ৩,৪১১ মিলিয়ন টাকা বা ১.১৫ টাকা/কি.ও.ঘ.।

TEC ওজোপাডিকো এর নীট বিতরণ ব্যয় সংস্থান বিবেচনায় অভিন্ন ন্যূনতম চার্জ, সার্ভিস চার্জ এবং ডিমান্ড চার্জ পুনর্বিন্যাস ও পুনর্নির্ধারণ, সকল বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির জন্য যৌক্তিক হারে নিরাপত্তা জামানত নির্ধারণ, প্রি-পেইড গ্রাহকদের নীট বিলের ওপর ১% রিবেট প্রদান এবং জামানত গ্রহণ না করা, নির্মাণ কাজের জন্য নতুন গ্রাহক শ্রেণি সৃষ্টি, বাল্ক আবাসিক গ্রাহকদের জন্য অভিন্ন বিলিং পদ্ধতি নির্ধারণ, ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন রাস্তার বাতি এবং পানির পাম্প গ্রাহক শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্তকরণ, অবচয়ের অর্থ পৃথক ব্যাংক হিসাবে জমাকরণ এবং গ্রাচ্যুইটি ও সিপিএফ এর অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট হস্তান্তরের বিষয়ে কমিশন কর্তৃক আদেশ/নির্দেশনা প্রদানের বিষয়টি তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করে।

৫.০ গণশুনানি

৫.১ কমিশনের সিদ্ধান্তক্রমে বিইআরসি এর ওয়েবসাইটে এবং কয়েকটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ওজোপাডিকো কর্তৃক দাখিলকৃত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদন সম্পর্কে অনুষ্ঠেয় গণশুনানির তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করে ২৩ আগস্ট ২০১৭ তারিখে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। বিইআরসি এর ২৩ আগস্ট ২০১৭ তারিখের স্মারক নং-বিইআরসি/ট্যারিফ/বিএসটি-০৫(৪)/বিউবো/৪৩৮১ এর মাধ্যমে গণশুনানি অনুষ্ঠানের বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে নোটিশ প্রদান করা হয়। গণবিজ্ঞপ্তি এবং নোটিশে যে কোনো আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা-কে কমিশনে অনুষ্ঠেয় গণশুনানিতে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখের মধ্যে নাম তালিকাভুক্তকরণ ও শুনানি-পূর্ব লিখিত বক্তব্য/মতামত প্রদানের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়।

৫.২ কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই), ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোটার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ), বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্সন ওনার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ অটো রি-রোলিং এন্ড স্টিল মিলস্ এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ নীটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ), বাংলাদেশ রি-রোলিং মিলস্ এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ স্টিল মিল ওনার্স এসোসিয়েশন এবং সম্মিলিতভাবে সমাজতান্ত্রিক মজদুর পার্টি, বাংলাদেশ আমজনতা ইনসাফ পার্টি ও গণমোর্চা শুনানি-পূর্ববর্তী লিখিত মতামত কমিশনে প্রেরণ করে।

ক্যাব বিউবো এর পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধি করা না হলে খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই মর্মে মতামত প্রদান করে। এমসিসিআই তাদের লিখিত মতামতে বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধি না করার দাবি জানায়। ডিসিসিআই তাদের লিখিত মতামতে বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন রপ্তানি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির বিষয়টি আমলে নিয়ে বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধি না করার জন্য কমিশনের প্রতি অনুরোধ জানায়। বিজিএমইএ তাদের লিখিত মতামতে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীসমূহের বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধি না করার জন্য অনুরোধ জানায়। বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্সন ওনার্স এসোসিয়েশন বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের মার্জিন সমন্বয়ের বিষয় উল্লেখ করে। বাংলাদেশ অটো রি-রোলিং এন্ড স্টিল মিলস্ এসোসিয়েশন উল্লেখ করে রড উৎপাদনের মোট খরচের ১৫% বিদ্যুৎ বাবদ খরচ হয়ে থাকে। বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধি করা হলে স্টিল উৎপাদন ব্যয় অনুরূপ হারে বেড়ে যাবে এবং স্টিল শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিকেএমইএ আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের দাম নিম্নগামী উল্লেখ করে বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধিতে তাদের পণ্যের মূল্যহার বৃদ্ধি হবে এবং তৈরি পোশাক শিল্পের উপর একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়বে মর্মে উল্লেখ করে। বাংলাদেশ রি-রোলিং মিলস্ এসোসিয়েশন জানায় যে, সাম্প্রতিক বন্যার কারণে এমএস প্রডাক্টের বিক্রি কমে যাওয়ার এ অবস্থায় বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধি করা হলে তাদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। ফলে সার্বিকভাবে আয়ের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। বাংলাদেশ স্টিল মিল ওনার্স এসোসিয়েশন হতে জানানো হয় যে, বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধি করা হলে তাদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। সম্মিলিতভাবে সমাজতান্ত্রিক মজদুর পার্টি, বাংলাদেশ আমজনতা ইনসাফ পার্টি ও গণমোর্চা জানায় যে, বিদ্যুতের দাম না বাড়িয়ে আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে জ্বালানি তেলের মূল্য সমন্বয় করে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কোম্পানীগুলোকে ফার্নেস অয়েল সরবরাহ করে এবং দুর্নীতি ও সিস্টেম লস বন্ধ করে বিদ্যুতের দাম কমানো সম্ভব।

৫.৩ ৩ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় কমিশন আইনের ধারা ১২(৩) অনুযায়ী কমিশনের চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে টিসিবি অডিটোরিয়ামে ওজোপাডিকো এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনের ওপর গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের চার জন সদস্য উক্ত শুনানি পরিচালনায় অংশ নেন।

৫.৩.১ শুনানিতে আবেদনকারী ওজোপাডিকো; কমিশনের কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি; বিদ্যুৎ বিভাগ এর যুগ্মসচিব জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম; কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর অধ্যাপক ড. শামসুল আলম; বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) এর জনাব রুহিন হোসেন প্রিন্স; গণসংহতি আন্দোলন এর জনাব জোনায়েদ সাকি; বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এর জনাব অন্জন কান্তি দাস, জনাব মোঃ হোসেন পাটোয়ারী ও জনাব কে এম নঈম খান; Energy & Power পত্রিকার Contributing Editor জনাব সালেক সূফী, বিভিন্ন পক্ষের প্রতিনিধিগণ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রোনিক গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

৫.৩.২ কমিশনের চেয়ারম্যান গণশুনানির উদ্দেশ্য এবং এর বিচারিক দিকটি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। শুনানির ধাপওয়ারী পদ্ধতিসমূহ পালনীয় হিসাবে বর্ণনা করেন। বিচারিক প্রক্রিয়ায় গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাবটি যে ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত (just and reasonable) তা প্রমাণের দায়িত্ব ওজোপাডিকো এর মর্মে তিনি উল্লেখ করে ওজোপাডিকো এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ শফিক উদ্দিন এর নেতৃত্বে অংশগ্রহণকারী দলটিকে তাদের আবেদন উপস্থাপনের আহ্বান জানান।

৫.৩.৩ ওজোপাডিকো এর প্রতিনিধি তাদের আবেদনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচ্য মর্মে উল্লেখ করেনঃ

ক) ট্যারিফ পুনর্নির্ধারণের জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরকে যাচাইবর্ষ বিবেচনা করা হয়েছে।

খ) ইতোপূর্বে খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধির তুলনায় পাইকারি মূল্যহার অধিক বৃদ্ধি করা হয়েছে।

গ) খুচরা মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাবে রিটার্ণ অন ইনভেস্টমেন্ট বিবেচনা করা হয়েছে।

ঘ) কিছু কিছু জেলায় ১৩২ কেভি লাইন নির্মাণ না করায় অন্য জেলা হতে ৩৩ কেভি লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ করা হচ্ছে। ফলে লাইন লস বেশী বিবেচনা করা হয়েছে।

ঙ) বিভিন্ন খাতের ব্যয় বৃদ্ধি বিবেচনা করা হয়েছে।

চ) বিদ্যমান বিভিন্ন ট্যারিফ শ্রেণির বিতরণ ব্যয় বৃদ্ধি বিবেচনা করা হয়েছে।

৫.৩.৪ TEC তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন গণশুনানিতে পেশ করে, যা সংক্ষিপ্তভাবে অনুচ্ছেদ ৪.৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৫.৩.৫ জেরা পর্বে ক্যাব এর প্রতিনিধি বলেন, এ কোম্পানীতে সিবিএ কার্যক্রমের ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন ও সিবিএ কার্যক্রমের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে ৫০% লোক কাজ করে না। সিবিএ কর্মচারীর কোয়ার্টারে বিদ্যুৎ ব্যবহার বেশি হয় কিন্তু বিল কম হয়। এদের জন্য গ্রাহক হয়রানি হয়। জেলা শহরের কর্মকর্তারা সিবিএ নেতা দ্বারা লাঞ্ছিত হয় বলে তিনি অভিযোগ করেন। জবাবে ওজোপডিকো এর প্রতিনিধি জানান, দুই বছর আগে এমন অবস্থা ছিল। ম্যানেজমেন্ট পরিবর্তন হবার কারণে এ অবস্থার ৯০% দূরীভূত হয়েছে। ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ওজোপাডিকো এর গ্রাহক, অফিসার পর্যন্ত

পৌঁছাতে পারে না বলে ক্যাব প্রতিনিধি অভিযোগ করেন। ক্যাব প্রতিনিধি আরো জানান, ওজোপাডিকো এর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কম। তিনি বলেন, কিছুদিন আগে এনালগ মিটার পরিবর্তন করে ডিজিটাল মিটার দেওয়া হয়েছে। গ্রাহকদের অভিযোগ মিটার নষ্ট হলে ছয়শত টাকা দিতে হয়। গ্রাহক যদি না চায় তবে জোর করে প্রি-প্রেইড মিটার দেওয়া যাবে না মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। বিগত তিন বছরে বিতরণ ব্যয়হার প্রবৃদ্ধির সাথে জনবল ব্যয়হার প্রবৃদ্ধি অসংগতির কারণ ক্যাব প্রতিনিধি জানতে চান। ওজোপাডিকো এর ওভারটাইম ও বাড়িভাড়া বাবদ ব্যয় কত তা ক্যাব প্রতিনিধি জানতে চান। জবাবে ওজোপাডিকো এর প্রতিনিধি জানান, বাড়ি ভাতা বাবদ ব্যয় ৩২ কোটি ৯৯ লক্ষ। যারা কোয়ার্টারে থাকে তাদের ২০% ভাতা কেটে রাখা হয়। যেসব কোয়ার্টার বসবাসের উপোযোগি সেগুলো সবই ব্যবহৃত হচ্ছে মর্মে ওজোপাডিকো এর প্রতিনিধি জানায়। ওজোপাডিকো জানায় সত্তর দশকের বাড়িগুলো বসবাসের অনুপোযোগী। এ ব্যাপারে ওজোপাডিকো এর নতুন প্রকল্প রয়েছে।

৫.৩.৬ সিপিবি এর প্রতিনিধি তার লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে জানান, উন্নত গ্রাহক সেবার শ্লোগানকে সামনে রেখে ওজোপাডিকো তৈরি করা হলেও গ্রাহকসেবা ঐ অঞ্চলে সন্তোষজনক নয়। গ্রাহক ভোগান্তি দূর করে, দক্ষ ও দুর্নীতিমুক্তভাবে, সবধরনের অপচয় দূর করে কোম্পানির কাজ পরিচালনা করলে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির প্রস্তাব করতে হতো না। তিনি বলেন, দক্ষিণাঞ্চল দেশের অবহেলিত অঞ্চল। এ অঞ্চলে বিদ্যুৎ জরুরী। এ অঞ্চলে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন না হওয়া ও পুরাতন বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন না হওয়ায় স্থানীয়রা গ্রাহকসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সিপিবি প্রতিনিধি তার লিখিত বক্তব্যে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রস্তাবকে অযৌক্তিক মনে করেন এবং দাম বাড়ানোর প্রস্তাব প্রত্যাহারের অনুরোধ করেন। তিনি জানান, বিদ্যুৎ এর দাম বাড়লে শুধু মাসের বিলের খরচ বাড়ে না, বাড়ি ভাড়া ও উৎপাদিত পণ্যের দাম বাড়ে। অধিকাংশ মানুষের স্বার্থ বিবেচনা করলে দাম বাড়ানো নয়, সুযোগ থাকলে কমাতে হবে। লোডশেডিং মুক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে। বিগত দিনে বিইআরসি এর নির্দেশনা মানলে দাম বাড়ানোর প্রয়োজন হতো না বলে মতামতে উল্লেখ করা হয়। সিপিবি প্রতিনিধি আরো জানান, স্থানীয়দের অভিযোগ মতে, কার্ড মাত্র ৩/৪ জায়গায় পাওয়া যায় এবং তা পেতে ৩/৪ ঘন্টা লাইনে দাঁড়াতে হয়। প্রতি মাসে ৩০০ টাকার কার্ড কিনে পাঞ্চ করলে মিটারের মূল্য ও নানা ধরনের চার্জ বাবদ প্রথমেই ২০০ টাকার মত কেটে নেয় এবং ১,০০০ টাকার কার্ড এ পাওয়া যায় ৭৯২ টাকা। এ নিয়ে গ্রাহক আতংকের মধ্যে পড়েছে।

ওজোপাডিকো এর প্রতিনিধি সিপিবি এর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে জানান, ওজোপাডিকো ৩টি প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যেখানে নতুন লাইন নির্মাণসহ পুরাতন লাইন মেরামত এবং উপকেন্দ্রের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া সম্প্রসারণ ও আপগ্রেডেশন প্রকল্পের মধ্যে ৩টি নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ ও ৩২ টি উপকেন্দ্র আপগ্রেডেশনের কাজ করা হচ্ছে। ইতঃমধ্যে ৬৩,০০০ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। প্রথমদিকে ভেন্ডিং স্টেশন কম ছিল পরবর্তীতে বাড়ানো হয়েছে। ভবিষ্যতে খুলনার ব্যাংকগুলোতে এবং জিপি ও বাংলালিংক গ্রাহকরা মোবাইলের মাধ্যমেও রিচার্জ করতে পারবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, ওজোপাডিকো এর গ্রাহকদের সাথে মাসে একটা গণশুনানি হয়, যেখানে গ্রাহকেরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। ৫ লাখ প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব করা হয়েছে।

৫.৩.৭ জনাব সালেক সূফী উল্লেখ করেন যে, ওজোপাডিকো এর বিতরণ অঞ্চলে ব্যাপক উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। এ অঞ্চলে রামপাল ও পায়রায় পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ করা হচ্ছে। তিনি ওজোপাডিকো-কে আন্ডার গ্রাউন্ড সাবস্টেশন, প্রি-পেইড মিটার এবং SCADA কার্যকর করার কথা বলেন।

৫.৩.৮ কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মনোয়ার ইসলাম বলেন, দেশের এ অঞ্চলে ব্যাপক উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। এ অঞ্চলে রামপাল ও পায়রা এলাকায় বৃহৎ উৎপাদন ক্ষমতার পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ চলমান রয়েছে। ফলে এ অঞ্চলে শিল্প-কারখানা গড়ে উঠবে এবং বিদ্যুতের চাহিদা বেড়ে যাবে।

৫.৩.৯ বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভারসন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধি বলেন, প্রাকৃতিক গ্যাস সিএনজি-তে রূপান্তরের জন্য ব্যয়ের বড় একটি অংশ বিদ্যুৎ বিল। বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধি করা হলে আনুপাতিক হারে সিএনজি অপারেটর মার্জিন বৃদ্ধি করতে হবে। বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধি হলে সিএনজি এর দাম ও গণপরিবহণের ভাড়া বাড়বে।

৫.৩.১০ অনলাইনভিত্তিক পত্রিকা বাংলানিউজ২৪.কম এর প্রতিনিধি ৫০ হাজার গ্রাহকের জন্য প্রি-পেইড রি-চার্জিং স্টেশন কতটা রয়েছে তা জানতে চান। ওজোপাডিকো এর প্রতিনিধি জানান, প্রি-পেইড রিচার্জিং এর জন্য আটটি ব্যাংক ও আটটি ভেন্ডিং স্টেশন রয়েছে, যেখানে প্রতিটি ব্যাংকে দুই-তিনটা কাউন্টার এবং প্রতিটি ভেন্ডিং স্টেশনে দুইট করে কাউন্টার বিদ্যমান। বাংলানিউজ২৪.কম এর প্রতিনিধি বলেন, মোবাইল ট্রান্সফর্মারগুলো ঝুঁকিপূর্ণভাবে স্থাপন করা হয়। জবাবে ওজোপডিকো এর প্রতিনিধি জানান, কোনো ট্রান্সফর্মার বিকল হলে গ্রাহক ভোগান্তি নিরসনে ট্রলীর মাধ্যমে মোবাইল ট্রান্সফর্মার স্থাপন করা হয়। এ ব্যাপারে যত দ্রুত সম্ভব Fault দুরীকরণের নির্দেশনা রয়েছে।

৫.৩.১১ ইউএনবি সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধি জানান, প্রি-প্রেইড মিটার নিয়ে গ্রাহকদের অনেক ভোগান্তি রয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে যদি ব্যালেন্স শেষ হয়ে যায় নতুন করে রিচার্জ করে কানেকশন পেতে রবিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। জবাবে ওজোপডিকো এর প্রতিনিধি জানান, গ্রাহক ইচ্ছা করলে ১০০ টাকা পর্যন্ত ইমার্জেন্সী ব্যালেন্স নিতে পারে। সেটাও শেষ হয়ে গেলে মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে আবার রিচার্জ করা সম্ভব।

৫.৪ কমিশনের চেয়ারম্যান স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের গণশুনানি পরবর্তী কোনো মতামত থাকলে তা ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে কমিশনে প্রেরণের অনুরোধ জানান।

৬.০ শুনানি-পরবর্তী মতামত

৬.১ ওজোপাডিকো শুনানি-পরবর্তী মতামত প্রদান করে। মতামতে ওজোপাডিকো উল্লেখ করে যে, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে কিছু জনবল নিয়োগের কার্যক্রম প্রায় সমাপ্তের পথে। তাই জনবল ব্যয় খাতে ১০৫.৫০ মিলিয়ন টাকা অতিরিক্ত যোগ করা; বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় ওজোপাডিকো এর সিস্টেম লস ৯.২৫% এর স্থলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত টার্গেট ৯.৪০% বিবেচনা করা; পিএফসি চার্জ ২৩৪ মিলিয়ন টাকার স্থলে ৪৮.৩৫ মিলিয়ন টাকা; অন্যান্য আয় খাতে ৪০০ মিলিয়ন টাকা এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের বৃদ্ধিজনিত ব্যয় বাবদ ৪৬ মিলিয়ন টাকা বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া, ব্যাংক চার্জ খাতে ব্যয় বিবেচনা না করায় উক্ত খাতে ৩ মিলিয়ন

টাকা ব্যয় বিবেচনা করা এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের সুদের হার সংশোধন করে রেট বেজের উপর রিটার্ণ ৪.৪২% এর স্থলে ৪.৬৩% বিবেচনার অনুরোধ জানানো হয়। লিখিত মতামতে TEC কর্তৃক নিরূপিত ওজোপাডিকো এর খুচরা মূল্যহার ৬.৫৭ টাকা এর স্থলে ৬.৬৭ টাকা বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

৬.২ ক্যাব ২৩ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ শুনানি-পরবর্তী মতামত কমিশনে দাখিল করে। মতামতে ক্যাব উল্লেখ করে যে, বিউবো, বাপবিবো, ডিপিডিসি, ডেসকো, ওজোপাডিকো ও নেসকো পৃথক পৃথকভাবে বিইআরসি এর নিকট বিদ্যুতের খুচরা মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাব করে। বিগত ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর অবধি ছুটির দিন ব্যতিত প্রতিদিন ঐসব প্রস্তাবের ওপর কমিশন গণশুনানি করে। ক্যাবসহ বিভিন্ন পক্ষগণ গণশুনানিতে অংশগ্রহণ করেন। গণশুনানিতে পাইকারি বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধি না হলে কেবলমাত্র বিতরণ ব্যয় বৃদ্ধির কারণে বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধি যৌক্তিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে প্রতীয়মান হয়। বিতরণ কোম্পানীগুলো এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে স্বীয় বিবেচনায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারির মতো অভিন্ন বেতন কাঠামো, প্রফিট বোনাসসহ আনুষাঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে; যা কোম্পানীর লাভ-ক্ষতি কিংবা পারফর্মেন্সভিত্তিক নয়। অথচ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি অপেক্ষা এসব কোম্পানীর কর্মকর্তা-কর্মচারির বেতন প্রায় দ্বিগুণ। কেবলমাত্র সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারির বেতন-ভাতাদি বৃদ্ধির যুক্তিতে এসব কোম্পানীর কর্মকর্তা-কর্মচারির বেতন-ভাতাদি বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ যুক্তি যৌক্তিক ও ন্যায়সংগত নয় বলে গণশুনানিতে অভিহিত হয়েছে। সরকারি বেতন-স্কেল পরিবর্তনের ফলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারির বেতন বৃদ্ধি পায়। এই অজুহাতে এসকল কোম্পানীর বেতন-স্কেলও আনুপাতিক হারে পরিবর্তন করা হয়েছে এবং কর্মকর্তা-কর্মচারির বেতন-ভাতাদিও বেড়েছে সে অনুপাতে। এ বৃদ্ধিতে বিদ্যুৎ বিতরণে জনবল ব্যয়হার বেড়েছে অনেক বেশী, যা বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যয়হার বৃদ্ধির মূল কারণ।

৬.৩ ক্যাব তাদের শুনানি পরবর্তী লিখিত মতামতে বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধি না করার আদেশের জন্য সুপারিশ করে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিম্নোক্ত অভিমত ও সুপারিশ কমিশনের বিবেচনার জন্য পেশ করেঃ

যেহেতু বিদ্যুতের মূল্যহার যে সকল ব্যয়হারের সমষ্টি, সে সকল ব্যয়হারের মধ্যে জনবল ব্যয়হার অন্যতম, সেহেতু বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাবের মতই জনবল ব্যয়হার বৃদ্ধি প্রস্তাবের ওপরও গণশুনানি হতে হবে। সে গণশুনানির ভিত্তিতে জনবলসহ অন্যান্য ব্যয় ও ব্যয়বৃদ্ধির যৌক্তিকতা ও সামঞ্জস্যতা যাচাই-বাছাই করে জনবল ব্যয়সহ প্রত্যেকটি ব্যয়বৃদ্ধির যৌক্তিকতা ও সামঞ্জস্যতা কমিশন নিরূপণ ও নির্ধারণ করবে। অতঃপর কমিশন এগুলোর সমন্বয়ে বিদ্যুতের মূল্যহার নির্ধারণ করে পরিবর্তিত মূল্যহার কার্যকর করার আদেশ দেবে। যেহেতু গণশুনানিতে বিউবো ব্যতিত অন্যান্য সকল বিতরণ ইউটিলিটির জনবল ব্যয়বৃদ্ধি বে-আইনী ও আইনী কর্তৃত্ব বহির্ভূত, যেহেতু এ প্রশ্নে ইউটিলিটি কিংবা সরকারের পক্ষ থেকে ভিন্নরূপ কোনো উল্লেখযোগ্য বক্তব্য গণশুনানিতে উপস্থাপিত হয়নি। তাই এসব ইউটিলিটির বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যয়হার নির্ধারণে জনবল ব্যয়হার বৃদ্ধি সমন্বয়ে আপত্তি প্রদান করা হয়।

বিতরণে সিস্টেম লস-এর হিসাব ত্রুটিমুক্ত রাখার লক্ষ্যে এবং সামগ্রীক সচ্ছতার স্বার্থে ১৩২ কেভি এবং তদুর্ধ্ব ভোল্টেজ লেভেলের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিতরণ ইউটিলিটির পরিবর্তে বিদ্যুতের একক ক্রেতা বিউবো এর অধীনে রাখার সুপারিশ করা হয়।

২৩০ ও ১৩২ কেভি লেভেলের গ্রাহকদের ব্যবহার্য বিদ্যুতের বিপরীতে পাইকারি বিদ্যুৎ ক্রয়ে বিতরণ ইউটিলিটিকে মূল্যহার রেয়াত সুবিধা না দেওয়ার সুপারিশ করা হয়।

যেহেতু যিনি যত বেশী ভোল্টেজ লেভেলে বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন, তিনি তত বেশি মানসম্মত ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পান, সেহেতু বেশী ভোল্টেজ লেভেলে ব্যবহৃত বিদ্যুতের মূল্যহার কম ভোল্টেজ লেভেলে ব্যবহৃত বিদ্যুতের মূল্যহারের তুলনায় বেশী হবে–এ নীতিতে গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের মূল্যহার নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়।

০-৫০ ইউনিট ধাপের লাইফ-লাইন গ্রাহক শ্রেণির মূল্যহার সুবিধা প্রাপ্তির সুবিধার্থে বর্তমানে প্রচলিত ন্যূনতম বিল বিলুপ্ত করার সুপারিশ করা হয়।

বিতরণ ইউটিলিটির জন্য লাভ-ক্ষতি ও পারর্ফমেন্সভিত্তিক চাকুরী কাঠামো এবং কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দক্ষতা ও সক্ষমতাভিত্তিক বেতন কাঠামো প্রণয়নের জন্য সরকারের পে-কমিশনের আদলে একটি কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়।

বিদ্যুৎ খাতে সিবিএ-এর তৎপরতার ওপর গণশুনানিতে উপস্থাপিত প্রতিবেদনটি আমলে নিয়ে ওজোপাডিকো ও নেসকো এর অবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য পক্ষগণের প্রতিনিধি নিয়ে একটি স্বার্থসংঘাত মুক্ত কমিটি গঠনের সুপারিশ করা হয়।

ওজোপাডিকো এর মালিকানায় মনপুরায় ডিজেল প্ল্যান্টটির লাইসেন্স বাতিল করে প্ল্যান্টটি বিউবো এর নিকট হস্তান্তরের আদেশের জন্য সুপারিশ করা হয়।

৭.০ <u>কমিশনের পর্যালোচনা</u>

৭.১ বিভিন্ন গ্রাহক কর্তৃক বিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রকৃতি এবং ভোল্টেজ লেভেল অনুযায়ী যথাযথ শ্রেণিতে বিদ্যুৎ বিল প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যমান ট্যারিফ কাঠামোর অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া গণশুনানিতে কতিপয় নতুন গ্রাহক শ্রেণি সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান ট্যারিফ কাঠামোর অসামঞ্জস্যতা ও অপ্রতুলতা দূরীকরণে সকল গ্রাহক শ্রেণিকে নিম্নচাপ, মধ্যমচাপ, উচ্চচাপ এবং অতি উচ্চচাপ-এ চারটি ভোল্টেজ লেভেলে বিভক্ত করে বিদ্যমান গ্রাহক শ্রেণি পুনর্বিন্যাস করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হয়।

৭.২ গণশুনানিতে ন্যূনতম চার্জের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এছাড়া সারাদেশে ন্যূনতম চার্জ, ডিমান্ড চার্জ, সার্ভিস চার্জ এবং বিবিধ চার্জের মধ্যে ভিন্নতা বিলোপ করে এসকল চার্জ সারাদেশে অভিন্ন নির্ধারণের প্রস্তাব এসেছে। এ প্রেক্ষাপটে গ্রাহক কর্তৃক প্রকৃত বিদ্যুৎ ব্যবহার মোতাবেক বিল প্রদান এবং সারাদেশে খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহারে সমতা আনয়নের নীতির ধারাবাহিকতায় গ্রাহক শ্রেণিভিত্তিক বিদ্যমান ন্যূনতম চার্জ, ডিমান্ড চার্জ এবং সার্ভিস চার্জ একীভূত করে সারাদেশে গ্রাহক শ্রেণিভিত্তিক অভিন্ন ডিমান্ড রেট/চার্জ নির্ধারণ করা যৌক্তিক বিবেচিত হয়।

৭.৩ বিভিন্ন বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীর নিরাপত্তা জামানতের হারের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। সকল বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী বিভিন্ন গ্রাহক শ্রেণির জন্য যৌক্তিকহারে অভিন্ন জামানত নির্ধারণ করার বিষয়টি গণশুনানিতে আলোচনা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে সারাদেশে গ্রাহক শ্রেণিভিত্তিক জামানতের অভিন্ন হার নির্ধারণ করা আবশ্যক বিবেচিত হয়। প্রি-পেইড গ্রাহক অগ্রিম বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে

বিধায় জামানত গ্রহণ না করা এবং প্রচলিত মিটার এর পরিবর্তে প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের ক্ষেত্রে গ্রাহককে নিরাপত্তা জামানতের টাকা ফেরত দেয়া যথাযথ বিবেচিত হয়।

৭.৪ প্রি-পেইড মিটার গ্রাহককে রিবেট প্রদানের বিষয়ে গণশুনানিতে আলোচনা হয়েছে। প্রি-পেইড গ্রাহক প্রচলিত মিটার গ্রাহকদের তুলনায় প্রায় ২ (দুই) মাস পূর্বে অগ্রিম বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে বিধায় অগ্রিম প্রদত্ত অর্থের সুবিধা প্রদান এবং বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীর আয়ের ওপর প্রভাব বিবেচনায় এসকল গ্রাহককে মূল্য সংযোজন কর ব্যতিত নীট বিদ্যুৎ বিলের ওপর ১% (এক শতাংশ) হারে রিবেট প্রদানের বিষয়টি যথাযথ বিবেচিত হয়।

৭.৫ বিদ্যুৎ সংযোগ, বিলিং পদ্ধতি, মিটারিং ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এর আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমূহ ব্যতিত অন্যান্য বিতরণ সংস্থা ও কোম্পানী ১৯৮৯ সালে প্রণিত বিদ্যুতের মূল্যহার ও নিয়মাবলী অনুসরণ করে থাকে, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটেছে। পবিসসমূহ বাপবিবো কর্তৃক প্রণিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে থাকে। এমতাবস্থায়, গণশুনানিতে অভিন্ন বিলিং পদ্ধতি নির্ধারণের প্রস্তাব এসেছে। এ প্রেক্ষাপটে অভিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ ও বিলিং পদ্ধতি নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়।

৭.৬ পিজিসিবি এর গ্রীড নেটওয়ার্ক থেকে সরাসরি ১৩২ কেভি এবং তদুর্ধ্ব ভোল্টেজ লেভেলের বিদ্যুৎ গ্রাহকগণ একক ক্রেতার আওতায় থাকবে না বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীর আওতায় থাকবে সে বিষয়ে গণশুনানিতে আলোচনা হয়েছে। এটি নীতিগত এবং কারিগরি বিষয় সম্পর্কিত বিধায় এ বিষয়ে আরো পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেয়া যথাযথ বিবেচিত হয়।

৭.৭ বহুতল আবাসিক ভবন/যৌথভাবে সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত মধ্যম চাপ আবাসিক ভবনসমূহের জন্য বর্তমানে মেইন মিটার সাব-মিটারভিত্তিক বিলিং পদ্ধতির পাশাপাশি সিঙ্গেল পয়েন্ট মিটার ভিত্তিক বিলিং ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে। এ সকল গ্রাহককে সংযোগ প্রদান এবং বিলিং পদ্ধতিও সারাদেশে অভিন্ন নয়। ফলে অভিন্ন বিলিং পদ্ধতি নির্ধারণ করা আবশ্যক বিবেচিত হয়।

৭.৮ উচ্চ ভোল্টেজ লেভেলের গ্রাহক বেশি মানসম্মত ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পান বিধায় উচ্চ ভোল্টেজ লেভেলে ব্যবহৃত বিদ্যুতের মূল্যহার কম ভোল্টেজ লেভেলে ব্যবহৃত বিদ্যুতের মূল্যহারের তুলনায় বেশী হবে–এই নীতিতে গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের মূল্যহার নির্ধারণের বিষয়ে শুনানিতে সুপারিশ করা হয়েছে। উচ্চ ভোল্টেজ লেভেলে বিদ্যুতের সরবরাহ ব্যয় নিম্ন ভোল্টেজ লেভেলে বিদ্যুতের সরবরাহ ব্যয়ের চেয়ে কম হয়। এ কারণে সাধারণতঃ উচ্চ ভেল্টেজ লেভেলের বিদ্যুতের মুল্যহার নিম্ন ভোল্টেজ লেভেলে ব্যবহৃত বিদ্যুতের মূল্যহার থেকে কিছুটা কম রাখার বিষয়টি যৌক্তিক বিবেচিত হয়।

৭.৯ নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অস্থায়ী শ্রেণিতে বিদ্যমান উচ্চ মূল্যহারের পরিবর্তে পৃথক গ্রাহকশ্রেণি সৃষ্টি করে যৌক্তিক মূল্যহার নির্ধারণের বিষয়ে গণশুনানিতে আলোচনা হয়েছে। দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ আবাসন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের ধারাবাহিকতায় সকল প্রকার নির্মাণ কাজের জন্য পৃথক গ্রাহক শ্রেণি সৃষ্টি যৌক্তিক বিবেচিত হয়। সে সাথে স্বল্পস্থায়ী সামাজিক অনুষ্ঠান এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রম, যে সকল সংযোগ স্থায়ী সংযোগে রূপান্তর হয় না, সেগুলোর জন্য অস্থায়ী সংযোগ প্রদানের বিদ্যমান বিধান বহাল রাখা আবশ্যক বিবেচিত হয়।

৭.১০ ব্যাটারিচালিত যানবাহনসমূহ নিরুৎসাহিত না করে তা নীতিমালার মাধ্যমে শৃঙ্খলার মধ্যে আনার বিষয়ে গণশুনানিতে আলোচনা হয়েছে। সে সাথে গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় এগুলোর জন্য বিদ্যুৎ খরচ সহনীয় রাখার বিষয়ে বক্তব্য এসেছে। যানবাহনে ব্যবহৃত ব্যাটারি চার্জিং এর জন্য স্থাপিত স্টেশন/সংযোগসমূহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক বিভিন্ন মূল্যহারে বিল করার বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে। চার্জিং স্টেশনসমূহের জন্য পৃথক শ্রেণি সৃষ্টি না করে তা রাস্তার বাতি ও পানির পাম্প শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করা যায়।

৭.১১ গণশুনানিতে নতুন বেতন কাঠামো বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, যা পারর্ফমেন্সভিত্তিক নয় মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। ওজোপাডিকো এর ইউনিটপ্রতি জনবল ব্যয় ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক বিবেচিত হয়।

৭.১২ গণশুনানিতে মনপুরায় অবস্থিত ডিজেল প্ল্যান্ট-কে অধিকতর দক্ষ ফার্নেস অয়েলভিত্তিক প্ল্যান্ট দ্বারা পরিবর্তনের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। একটি সমীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক বিবেচিত হয়।

৭.১৩ বিউবো কর্তৃক সরবরাহকৃত মোট বাল্ক বিদ্যুতের ৫.৫০% ওজোপাডিকো কর্তৃক ক্রয় বিবেচনায় বিদ্যুৎ ক্রয়ের পরিমাণ ৩,২৬৬ মিলিয়ন ইউনিট, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অর্জিত সিস্টেম লসের ভিত্তিতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ওজোপাডিকো এর সিস্টেম লস ৯.৪০% যৌক্তিক বিবেচিত হয়। পুনর্নির্ধারিত পাইকারি মূল্যহার মোতাবেক বিদ্যুৎ ক্রয় বাবদ ব্যয় এবং মোট ক্রয়কৃত বিদ্যুতের নন-গ্রীড ইউনিট বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ইউনিটের ওপর বিদ্যমান সঞ্চালন মূল্যহার মোতাবেক সঞ্চালন বাবদ ব্যয়, বিদ্যুৎ বিতরণ ট্যারিফ পদ্ধতি মোতাবেক ওজোপাডিকো এর রেট বেজের ওপর রিটার্ণ, নতুন পে-স্কেল এবং নতুন নিয়োগ মোতাবেক জনবল ব্যয়, সম্পদের ওপর অবচয় এবং এক্সচেঞ্জ রেট ফ্লাকচুয়েশন খাতে ব্যয় যৌক্তিক বিবেচিত হয়। পিএফসি ও বিবিধ চার্জ সমন্বয় বিবেচনায় অন্যান্য আয় নিরূপণ যৌক্তিক বিবেচিত হয়।

৮.০ রাজস্ব চাহিদা

৮.১ ওজোপাডিকো এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদন, কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন, শুনানিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের বক্তব্য, শুনানি-পরবর্তী মতামত, প্রাপ্ত তথ্য এবং মতামত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে যাচাইবর্ষ ২০১৬-১৭ এর ভিত্তিতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য ওজোপাডিকো এর বিদ্যুৎ ক্রয়, বিক্রয়, সিস্টেম লস এবং রাজস্ব চাহিদা নিম্নরূপভাবে ধার্য করা হয়েছেঃ

বিদ্যুৎ ক্রয়, বিক্রয় এবং সিস্টেম লস এর প্রাক্কলন

বিবরণ	পরিমাণ
বিদ্যুৎ ক্রয় (মিলিয়ন ইউনিট)	৩,২৬৬
সিস্টেম লস (%)	৯.৪০%
বিদ্যুৎ বিক্রয়/বিতরণ (মিলিয়ন ইউনিট)	২,৯৫৯

প্রাক্কলিত বিতরণ ব্যয়/রাজস্ব চাহিদা

ব্যয়ের খাত	রাজস্ব চাহিদা (মিলিয়ন টাকা)	
জনবল		**২,০৮০**
পরিচালন, সাধারণ প্রশাসনিক এবং অন্যান্য		
পরিচালন	১২৪	
সাধারণ ও প্রশাসনিক	৩৭৭	
সিস্টেম পরিচালন লাইসেন্স ফিস	৫	
বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধি	২০	
		৫২৬
মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়		**২,৬০৬**
অবচয়		**৪৫৫**
রিটার্ণ অন রেট বেজ		**৮৫২**
আয়কর		**১২২**
মোট বিতরণ ব্যয়		**৪,০৩৫**
(বিয়োগ) অন্যান্য পরিচালন আয়		**-৪২৫**
নীট বিতরণ ব্যয়		**৩,৬১০**

বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয়

ব্যয়ের খাত	রাজস্ব চাহিদা (মিলিয়ন টাকা)
বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয়	১৫,৭৮৬
সঞ্চালন ব্যয়	৯১১
মোট বিদুৎ ক্রয় ব্যয়	**১৬,৬৯৭**

নীট রাজস্ব চাহিদা

ব্যয়ের খাত	রাজস্ব চাহিদা (মিলিয়ন টাকা)	
নীট রাজস্ব চাহিদা		
নীট বিতরণ ব্যয়	৩,৬১০	
মোট বিদুৎ ক্রয় ব্যয়	১৬,৬৯৭	
		২০,৩০৭

৮.২ খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার নির্ধারণে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ওজোপাডিকো এর বিদ্যুৎ ক্রয় ব্যয় ১৬,৬৯৭ মিলিয়ন টাকা এবং নীট বিতরণ ব্যয় ৩,৬১০ মিলিয়ন টাকাসহ সর্বমোট নীট রাজস্ব চাহিদা ২০,৩০৭ মিলিয়ন টাকা বা ৬.৮৬ টাকা/কি.ও.ঘ., যা নির্ধারিত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার (এনার্জি রেট/চার্জ এবং ডিমান্ড রেট/চার্জ) এর ভিত্তিতে অর্জিত হবে।

৮.৩ ওজোপাডিকো এর বিদ্যমান খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ৬.৪৮ টাকা/কি.ও.ঘ.। উপরে বর্ণিত রাজস্ব চাহিদা মোতাবেক ওজোপাডিকো এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ০.৩৮ টাকা/কি.ও.ঘ. বা ৫.৮% বৃদ্ধি করে ৬.৮৬ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

৯.০ মূল্যহার আদেশ

সার্বিক বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে কমিশন আদেশ প্রদান করছে যে-

৯.১ বিদ্যমান ট্যারিফ কাঠামোর অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণে সকল গ্রাহককে নিম্নচাপ, মধ্যমচাপ, উচ্চচাপ এবং অতি উচ্চচাপ ভোল্টেজ লেভেলে বিভক্ত করে বিদ্যমান গ্রাহক শ্রেণি পুনর্বিন্যাস করা হলো।

৯.২ সকল গ্রাহক শ্রেণির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ন্যূনতম চার্জ, ডিমান্ড চার্জ এবং সার্ভিস চার্জ একীভুত করে ডিমান্ড রেট/চার্জ নির্ধারণ করা হলো।

৯.৩ ওজোপাডিকো এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ভারিত গড়ে ৬.৮৬ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণ করা হলো। পুনর্নির্ধারিত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার এ আদেশের অংশ হিসেবে **পরিশিষ্ট-'ক'** এ সংযুক্ত করা হলো।

৯.৪ খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহারের শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি নির্ধারণ করা হলো এবং এ আদেশের অংশ হিসাবে **পরিশিষ্ট-'খ'** এ সংযুক্ত করা হলো।

৯.৫ ওজোপাডিকো অবিলম্বে বিদ্যুৎ বিলের সাথে কমিশন কর্তৃক জারীকৃত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার এবং খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহারের শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি সকল গ্রাহককে সরবরাহ করবে।

৯.৬ ওজোপাডিকো সকল গ্রাহককে স্বীয়-উদ্যোগে প্রযোজ্যতা মোতাবেক গ্রাহক শ্রেণি পরিবর্তনপূর্বক যথাযথ গ্রাহক শ্রেণিতে বিল প্রণয়ন করবে এবং গ্রাহকের সাথে সম্পাদিত চুক্তি সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাহক শ্রেণি পরিবর্তন বা চুক্তি সংশোধনের ক্ষেত্রে কোনো চার্জ/ফি প্রযোজ্য হবে না।

৯.৭ গ্রাহকের পাওয়ার ফ্যাক্টর (পিএফ) ০.৯৫ এর নীচে হলে পাওয়ার ফ্যাক্টর শুদ্ধকরণের জন্য খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহারের শর্তাবলীতে উল্লিখিত পদ্ধতিতে সারচার্জ প্রযোজ্য হবে।

৯.৮ প্রি-পেইড মিটার গ্রাহকদের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর ব্যতিত নীট বিদ্যুৎ বিলের ওপর ১% (এক শতাংশ) হারে রিবেট প্রযোজ্য হবে।

৯.৯ পুনর্নির্ধারিত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার এবং এর শর্তাবলী **বিল মাস ডিসেম্বর ২০১৭** থেকে কার্যকর হবে এবং পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত তা অপরিবর্তিত থাকবে।

১০.০ নির্দেশনা

সুষ্ঠু বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাপনা, ক্রমাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কমিশন নিম্নোক্ত নির্দেশ দিচ্ছেঃ

১০.১ ওজোপাডিকো বিতরণ সিস্টেম লস ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে চলমান প্রচেষ্টা আরও জোরদার করবে। এ লক্ষ্যে ওজোপাডিকো-

(ক) পুরাতন বিতরণ লাইনের যথাযথ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, নন-স্ট্যান্ডার্ড লাইন স্ট্যান্ডার্ড লাইনে রূপান্তর, পুরাতন/ওভার লোডেড বিতরণ লাইন ও ট্রান্সফরমারের ক্ষমতা বৃদ্ধি/পরিবর্তন, এনালগ মিটারের পরিবর্তে ডিজিটাল/স্মার্ট/প্রি-পেইড মিটার স্থাপন, বিদ্যুতের অপচয় ও চুরি বন্ধসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

(খ) সকল ফিডারে আগামী ১(এক) বছরের মধ্যে এনার্জি মিটার চালু/স্থাপন করবে, ফিডারভিত্তিক বিদ্যুৎ ক্রয়, বিক্রয় ও সিস্টেম লস নিরূপণ করবে এবং ফিডারভিত্তিক সিস্টেম লস হ্রাসকরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(গ) সকল বৃহৎ গ্রাহককে একটি সুষ্ঠু মনিটরিং ব্যবস্থাপনায় নিয়ে আসতে হবে। এলটি বৃহৎ বাণিজ্যিক, নির্মাণ ও ক্ষুদ্র শিল্প গ্রাহকের তিন-ফেজ মিটার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি এবং সকল এমটি, এইচটি ও ইএইচটি গ্রাহকদের সিটি-পিটি সহ মিটার স্বীয় উদ্যোগে বছরে ন্যূনতম ২ (দুই) বার পৃথক বিশেষজ্ঞ টিম দ্বারা পরীক্ষা করে (যাতে কোনভাবেই দুই পরীক্ষার মাঝে ৬ মাসের বেশি ব্যবধান না হয়) মিটারের সঠিকতা নিশ্চিত করবে।

১০.২ ওজোপাডিকো সকল এলটি—সি ১ (ক্ষুদ্র শিল্প) এবং এলটি—ই (বাণিজ্যিক ও অফিস) শ্রেণির তিন-ফেজ গ্রাহক এবং সকল এমটি, এইচটি ও ইএইচটি গ্রাহকের ক্ষেত্রে পিক এবং অফ-পীক মিটার স্থাপনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

১০.৩ ওজোপাডিকো প্রকৃত মিটার রিডিং ভিত্তিক বিল প্রস্তুত নিশ্চিতকরণের স্বার্থে প্রি-পেইড গ্রাহক ব্যতিত অন্যান্য গ্রাহকের ক্ষেত্রে স্ন্যাপশট অথবা আরো উন্নত বিলিং সিস্টেম বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১০.৪ গ্রাহক প্রান্তে পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখার জন্য ওজোপাডিকো সকল গ্রাহককে সচেতন করবে এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর শুদ্ধকরণ সরঞ্জাম স্থাপনে স্বীয় ব্যয়ে পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদান করবে।

১০.৫ ওজোপাডিকো তার বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের ভোল্টেজ প্রোফাইল সঠিক রাখা এবং বিদ্যুতের একক ক্রেতাকে পাওয়ার ফ্যাক্টর সারচার্জ প্রদান পরিহারের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ ক্রয় পয়েন্টে পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৯০ এর উর্ধ্বে রাখবে এবং প্রয়োজনে বিতরণ নেটওয়ার্কে সঠিক পরিমাণে ও সঠিক স্থানে পাওয়ার ফ্যাক্টর শুদ্ধকরণ সরঞ্জাম (যেমন বিভিন্ন ধরনের ক্যাপাসিটর ব্যাংক) স্থাপন করবে।

১০.৬ ওজোপাডিকো তার বিতরণ সিস্টেমের কারিগরি নিরীক্ষা (Technical Audit) সম্পাদনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১০.৭ ওজোপাডিকো প্রতিবছর তার আওতাধীন সামগ্রিক বিতরণ সিস্টেমের এনার্জি অডিট সম্পাদন করতঃ কমিশনে প্রতিবেদন দাখিল করবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে সুপারিশ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ কমিশনকে অবহিত করবে।

১০.৮ ওজোপাডিকো বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালন ব্যবস্থা এবং বিদ্যুতের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ন্যূনতম ব্যয়ভিত্তিক দক্ষ বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেম গড়ে তুলবে। ওজোপাডিকো এ লক্ষ্যে বিউবো এবং পিজিসিবি এর সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করবে এবং এ বিষয়ে গৃহিত ব্যবস্থা ষান্মাসিক ভিত্তিতে (৩১ মার্চ এবং ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে) কমিশনকে অবহিত করবে।

১০.৯ ওজোপাডিকো তাদের ইউনিটপ্রতি জনবল ব্যয় কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১০.১০ ওজোপাডিকো সময়মত বিদ্যুতের একক ক্রেতাকে পাইকারি বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করবে। বিলম্বে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধজনিত বিলম্ব-মাশুল বিতরণ ব্যয়ের মাধ্যমে খুচরা বিদ্যুৎ মুল্যহার নির্ধারণে পাস-থ্রু করা হবে না।

১০.১১ ওজোপাডিকো বিদ্যুৎ সরবরাহ পয়েন্ট নির্ধারণের লক্ষ্যে বিদ্যুতের একক ক্রেতার নিকট গ্রীড নোডাল পয়েন্ট ও সম্ভাব্য লোডের উল্লেখপূর্বক আবেদন করবে। বিদ্যুতের একক ক্রেতা উক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রীড অপারেটর এবং সংশ্লিষ্ট বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী এর সাথে ত্রি-পাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে কারিগরি দিক বিবেচনায় সরবরাহ পয়েন্ট নির্ধারণ করবে। বিদ্যুতের একক ক্রেতার অনুমতি ব্যতিরেকে সরবরাহ পয়েন্ট পরিবর্তন করা যাবে না।

১০.১২ বিদ্যুৎ বিলের পিছনে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের জন্য প্রযোজ্য খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার উল্লেখ থাকতে হবে।

১০.১৩ ওজোপাডিকো গ্রাহকবান্ধব সেবা প্রদান এবং সার্বিকভাবে গ্রাহকসেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ লক্ষ্যে ওজোপাডিকো-

(ক) গ্রাহক অভিযোগ কেন্দ্র/কল সেন্টারগুলোকে আধুনিকায়ন করে গ্রাহকবান্ধব ও উন্নত সেবা প্রদানের যথোপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করবে। এছাড়া গ্রাহক অভিযোগ কেন্দ্রে দায়িত্বরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

(খ) Schedule Outage এর সময়সীমা রক্ষণাবেক্ষণ কাজের শুরু এবং সমাপ্তি উল্লেখপূর্বক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রচার করবে।

(গ) গ্রাহক অভিযোগ কেন্দ্র/কল সেন্টারে রক্ষণাবেক্ষণ ও লোড-শেডিং সংক্রান্ত সকল তথ্য প্রতিনিয়ত হালনাগাদসহ রাখবে, outage এর সঠিককরণ এবং restoration এর সময়সীমা গ্রাহককে যথাযথভাবে জানাবে।

(ঘ) গ্রাহকের অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে দেখবে এবং প্রয়োজন হলে অভিযোগের গুরুত্ব অনুযায়ী উপযুক্ত পদমর্যাদার কর্মকর্তা দ্বারা শুনানির ব্যবস্থা করবে।

১০.১৪ ওজোপাডিকো গ্রাহক কর্তৃক সংযোগ গ্রহণকালে জামানত হিসেবে প্রদত্ত সমুদয় অর্থ পৃথক ব্যাংক হিসাবে জমা রাখবে এবং ইতোমধ্যে এখাতে জমাকৃত সমুদয় অর্থ উক্ত পৃথক ব্যাংক হিসাবে জমা/স্থানান্তর করবে। এতদ্বিষয়ে হালনাগাদ অবস্থা ষান্মাসিক ভিত্তিতে (৩১ মার্চ এবং ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে) কমিশনে দাখিল করবে।

১০.১৫ ওজোপাডিকো অবচয় খাতে সংগৃহিত সমুদয় অর্থ পৃথক ব্যাংক হিসাবে জমা/স্থানান্তর করবে। এতদ্বিষয়ে হালনাগাদ অবস্থা ষান্মাসিক ভিত্তিতে (৩১ মার্চ এবং ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে) কমিশনে দাখিল করবে।

১০.১৬ ওজোপাডিকো সিপিএফ এবং গ্রাচ্যুইটি খাতের সমুদয় অর্থ নিয়মিতভাবে পৃথক ট্রাস্টির নিকট হস্তান্তর করবে।

১০.১৭ ওজোপাডিকো তার মালিকানাধীন সকল সম্পদের একটি পূর্ণাঙ্গ ফিক্সড অ্যাসেট (fixed asset) রেজিষ্টার সংরক্ষণ করবে। উক্ত ফিক্সড অ্যাসেট রেজিষ্টারে সম্পদের বিবরণ, অবস্থান, সার্ভিসে অন্তর্ভুক্তির তারিখ, কস্ট, সংযোজন, ব্যবহার্য আয়ুষ্কাল, অবচয়ের হার, অবচয়ের পরিমাণ, রিটায়ারমেন্ট ইত্যাদি উল্লেখ থাকবে।

২৬/১১/২০১৭
(মোঃ মিজানুর রহমান)
সদস্য

২৬/১১/১৭
(মোঃ আবদুল আজিজ খান)
সদস্য

২৬/১১/২০১৭
(মাহমুদউল হক ভূঁইয়া)
সদস্য

২৬/১১/২০১৭
(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

২৬/১১/২০১৭
(মনোয়ার ইসলাম)
চেয়ারম্যান

আদেশ # ২০১৭/১৪

পরিশিষ্ট-'ক'

খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার

ক. নিম্নচাপ (এলটি) ঃ ২৩০/৪০০ ভোল্ট

বিদ্যুৎ সরবরাহ ঃ নিম্নচাপ এসি সিঙ্গেল ফেজ ২৩০ ভোল্ট এবং তিন ফেজ ৪০০ ভোল্ট
ফ্রিকোয়েন্সি ঃ ৫০ সাইকেল/সেকেন্ড
অনুমোদিত লোড ঃ সিঙ্গেল ফেজ ০-৭.৫ কি.ও. এবং তিন ফেজ ০-৫০ কি.ও.

	গ্রাহক শ্রেণি	এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ডিমান্ড রেট/চার্জ [টাকা/কি.ও. (অনুমোদিত লোড)/মাস]
১	এলটি—এঃ আবাসিক		২৫.০০
	লাইফ লাইন ঃ ০-৫০ ইউনিট	৩.৫০[১]	
	প্রথম ধাপ ঃ ০-৭৫ ইউনিট	৪.০০	
	দ্বিতীয় ধাপ ঃ ৭৬-২০০ ইউনিট	৫.৪৫	
	তৃতীয় ধাপ ঃ ২০১-৩০০ ইউনিট	৫.৭০	
	চতুর্থ ধাপ ঃ ৩০১-৪০০ ইউনিট	৬.০২	
	পঞ্চম ধাপ ঃ ৪০১-৬০০ ইউনিট	৯.৩০	
	ষষ্ঠ ধাপ ঃ ৬০০ ইউনিটের উর্ধ্বে	১০.৭০	
২	এলটি—বিঃ সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প	৪.০০	১৫.০০
৩	এলটি—সি ১ঃ ক্ষুদ্র শিল্প		১৫.০০ (২৫ কি.ও. পর্যন্ত অনুমোদিত লোডের গ্রাহকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) ২৫.০০ (২৫ কি.ও. এর উর্ধ্বের অনুমোদিত লোডের গ্রাহকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)
	ফ্ল্যাট	৮.২০	
	অফ-পীক সময়ে	৭.৩৮	
	পীক সময়ে	৯.৮৪	
৪	এলটি—সি ২ঃ নির্মাণ	১২.০০	৮০.০০
৫	এলটি—ডি ১ঃ শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল	৫.৭৩	২৫.০০
৬	এলটি—ডি ২ঃ রাস্তার বাতি, পানির পাম্প ও ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন	৭.৭০	৪০.০০
৭	এলটি—ইঃ বাণিজ্যিক ও অফিস		৩০.০০
	ফ্ল্যাট	১০.৩০	
	অফ-পীক সময়ে	৯.২৭	
	পীক সময়ে	১২.৩৬	
৮	এলটি—টিঃ অস্থায়ী	১৬.০০	১০০.০০

খ. মধ্যমচাপ (এমটি) ঃ ১১ কেভি

বিদ্যুৎ সরবরাহ ঃ মধ্যমচাপ এসি ১১ কেভি
ফ্রিকোয়েন্সি ঃ ৫০ সাইকেল/সেকেন্ড
অনুমোদিত লোড ঃ ৫০ কি.ও. থেকে সর্বাধিক ৫ মে.ও.

গ্রাহক শ্রেণি		এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ডিমান্ড রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.[২]/মাস)
১	এমটি—১ঃ আবাসিক		৫০.০০
	ফ্ল্যাট	৮.০০	
	অফ-পীক সময়ে	৭.২০	
	পীক সময়ে	১০.০০	
২	এমটি—২ঃ বাণিজ্যিক ও অফিস		৫০.০০
	ফ্ল্যাট	৮.৪০	
	অফ-পীক সময়ে	৭.৫৬	
	পীক সময়ে	১০.৫০	
৩	এমটি—৩ঃ শিল্প		৫০.০০
	ফ্ল্যাট	৮.১৫	
	অফ-পীক সময়ে	৭.৩৪	
	পীক সময়ে	১০.১৯	
৪	এমটি—৪ঃ নির্মাণ		৮০.০০
	ফ্ল্যাট	১১.০০	
	অফ-পীক সময়ে	৯.৯০	
	পীক সময়ে	১৩.৭৫	
৫	এমটি—৫ঃ সাধারণ[৩]		৫০.০০
	ফ্ল্যাট	৮.০৫	
	অফ-পীক সময়ে	৭.২৫	
	পীক সময়ে	১০.০৬	
৬	এমটি—৬ঃ অস্থায়ী	১৫.০০	১০০.০০

গ. উচ্চচাপ (এইচটি)ঃ ৩৩ কেভি

বিদ্যুৎ সরবরাহ ঃ উচ্চচাপ এসি ৩৩ কেভি
ফ্রিকোয়েন্সি ঃ ৫০ সাইকেল/সেকেন্ড
অনুমোদিত লোড ঃ ৫ মে.ও. থেকে সর্বাধিক ৩০ মে.ও. (২০ মে.ও. এর উর্ধ্বে অবশ্যই ডাবল সার্কিট)

	গ্রাহক শ্রেণি	এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ডিমান্ড রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.^{2}/মাস)
১	এইচটি—১ঃ সাধারণ		৪০.০০
	ফ্ল্যাট	৮.০০	
	অফ-পীক সময়ে	৭.২০	
	পীক সময়ে	১০.০০	
২	এইচটি—২ঃ বাণিজ্যিক ও অফিস		৪০.০০
	ফ্ল্যাট	৮.৩০	
	অফ-পীক সময়ে	৭.৪৭	
	পীক সময়ে	১০.৩৮	
৩	এইচটি—৩ঃ শিল্প		৪০.০০
	ফ্ল্যাট	৮.০৫	
	অফ-পীক সময়ে	৭.২৫	
	পীক সময়ে	১০.০৬	
৪	এইচটি—৪ঃ নির্মাণ		৪০.০০
	ফ্ল্যাট	১০.০০	
	অফ-পীক সময়ে	৯.০০	
	পীক সময়ে	১২.৫০	

ঘ. অতি উচ্চচাপ (ইএইচটি)ঃ ১৩২ কেভি এবং ২৩০ কেভি

বিদ্যুৎ সরবরাহ ঃ অতি উচ্চচাপ এসি ১৩২ কেভি এবং ২৩০ কেভি
ফ্রিকোয়েন্সি ঃ ৫০ সাইকেল/সেকেন্ড
অনুমোদিত লোড ঃ ইএইচটি—১ ঃ ২০ মে.ও. থেকে সর্বাধিক ১৪০ মে.ও. (কারিগরি বিবেচনায় সিঙ্গেল অথবা ডাবল সার্কিট)
ইএইচটি—২ ঃ ১৪০ মে.ও. এর উর্ধ্বে

	গ্রাহক শ্রেণি	এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.ঘ.)	ডিমান্ড রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.^{2}/মাস)
১	ইএইচটি—১ঃ সাধারণ		৪০.০০
	ফ্ল্যাট	৭.৯৫	
	অফ-পীক সময়ে	৭.১৬	
	পীক সময়ে	৯.৯৪	
২	ইএইচটি—২ঃ সাধারণ		৪০.০০
	ফ্ল্যাট	৭.৯০	
	অফ-পীক সময়ে	৭.১১	
	পীক সময়ে	৯.৮৮	

আদেশ # ২০১৭/১৪

[১] বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এর যে সকল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) এর লাইফ-লাইন (০-৫০ ইউনিট) গ্রাহকের এনার্জি রেট/চার্জ ৩.৫০ টাকা/কি.ও.ঘ. এর উর্ধ্বে সে সকল পবিস এর বিদ্যমান এনার্জি রেট/চার্জ অপরিবর্তিত থাকবে। লাইফ লাইন (০-৫০ ইউনিট) মূল্যহারের সুবিধা আবাসিক গ্রাহক শ্রেণির অন্য কোন গ্রাহক পাবেন না।

[২] ডিমান্ড চার্জ নিরূপণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্তভাবে ডিমান্ড (কি.ও.) বিবেচনায় নিতে হবেঃ

ক) সকল এলটি, এমটি—১, এমটি—২ এবং এমটি—৬ গ্রাহকের ক্ষেত্রে অনুমোদিত লোড (কি.ও.) প্রযোজ্য হবে;

খ) এমটি—৩, এমটি—৪, এমটি—৫ এবং সকল এইচটি ও ইএইচটি গ্রাহকের ক্ষেত্রে রেকর্ডকৃত সর্বোচ্চ চাহিদা (কি.ও.) অথবা অনুমোদিত লোডের (কি.ও.) ৭০% এর মধ্যে যেটি সর্বোচ্চ তা প্রযোজ্য হবে;

[৩] বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড, ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এবং নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড এর আওতাধীন এমটি—৫ গ্রাহক শ্রেণির মধ্যে যাদের বিদ্যুৎ ব্যবহার প্রধানত (প্রায় ৮০%) আবাসিক ধরনের যেমন-ডরমেটরিসহ সেনানিবাস বা বিশ্ববিদ্যালয়; সেসব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিদ্যুতের ২০% এমটি—৫ এর এনার্জি রেট/চার্জ (৮.০৫ টাকা/কি.ও.ঘ.), ৭২% এলটি—এ এর প্রথম ধাপ এবং দ্বিতীয় ধাপের গড় এনার্জি রেট/চার্জ (৪.৯১ টাকা/কি.ও.ঘ.) এবং ৮% এলটি—এ এর ষষ্ঠ ধাপের এনার্জি রেট/চার্জ (১০.৭০ টাকা/কি.ও.ঘ.) অনুসারে বিল করতে হবে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ পূর্বের নিয়মের ধারাবাহিকতায় এমটি—৫ এর এনার্জি রেট/চার্জ অনুসারে বিল করতে হবে।

Md. Mizanur 26/11/2017
(মোঃ মিজানুর রহমান)
সদস্য

26/11/17
(মোঃ আবদুল আজিজ খান)
সদস্য

26/11/2017
(মাহমুদউল হক ভূঁইয়া)
সদস্য

26/11/2017
(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

26/11/2017
(মনোয়ার ইসলাম)
চেয়ারম্যান

আদেশ # ২০১৭/১৪

পরিশিষ্ট-'খ'

খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহারের শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি

নিম্নোক্ত শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহারের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বিবেচিত হবেঃ

১. **বিলম্ব-পরিশোধ মাশুলঃ**

সকল গ্রাহক শ্রেণির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ৫% হারে এককালীন বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল প্রযোজ্য হবে।

২. **মূল্য সংযোজন করঃ**

প্রযোজ্য গ্রাহক শ্রেণির বিদ্যুৎ বিলের উপর সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত হারে মূল্য সংযোজন কর প্রযোজ্য হবে।

৩. **পাওয়ার ফ্যাক্টর সারচার্জঃ**

ক) অনুমোদিত লোড ২০ কি.ও. এর উর্ধ্বের সকল তিন ফেজ এলটি—এ (আবাসিক), এলটি—বি (সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প), এলটি—সি ১ (ক্ষুদ্র শিল্প), এলটি—ডি ১ (শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল) এবং এলটি—ই (বাণিজ্যিক ও অফিস) গ্রাহককে সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পাওয়ার ফ্যাক্টর অবশ্যই ০.৯৫ থেকে ১.০০ এর মধ্যে রাখতে হবে।

খ) তিন ফেজ সকল এলটি—সি ২ (নির্মাণ), এবং এলটি—ডি ২ (রাস্তার বাতি, পানির পাম্প ও ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন) এর শুধুমাত্র পানির পাম্প গ্রাহকগকে সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পাওয়ার ফ্যাক্টর অবশ্যই ০.৯৫ থেকে ১.০০ এর মধ্যে রাখতে হবে।

গ) সকল এমটি, এইচটি এবং ইএইচটি গ্রাহককে সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পাওয়ার ফ্যাক্টর অবশ্যই ০.৯৫ থেকে ১.০০ এর মধ্যে রাখতে হবে।

ঘ) উপরে উল্লিখিত গ্রাহকের ক্ষেত্রে সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পাওয়ার ফ্যাক্টর (পিএফ) ০.৯৫ এর কম রেকর্ড হলে নিম্নোক্ত হারে সারচার্জ প্রযোজ্য হবেঃ

১) সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পিএফ ০.৯৫ থেকে পিএফ ০.৭৫ পর্যন্ত প্রতি ০.০১ পিএফ কম এর জন্য গ্রাহকের বিলের এনার্জি চার্জের ওপর ০.৭৫ শতাংশ হারে সারচার্জ প্রযোজ্য হবে।

২) পর পর ৩ (তিন) মাস পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৭৫ এর নীচে নেমে গেলে গ্রাহককে নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং চতুর্থ মাসেও পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৭৫ এর নীচে নেমে গেলে গুণগত মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের স্বার্থে গ্রাহকের বিদ্যুৎ সরবরাহ ১৫ (পনের) দিনের নোটিশ প্রদানপূর্বক বিচ্ছিন্ন করা হবে।

৩) উপরে উল্লিখিত কারণে বিচ্ছিন্ন হওয়া গ্রাহককে যথাযথ শুদ্ধকরণ সরঞ্জাম স্থাপন এবং প্রযোজ্য পুনঃসংযোগ চার্জ প্রদান সাপেক্ষে বিদ্যুৎ সংযোগ পুনর্বহাল করা যাবে।

৪) এলটি—সি ১ (ক্ষুদ্র শিল্প) গ্রাহকের পাওয়ার ফ্যাক্টর সারচার্জ বিল মাস এপ্রিল ২০১৮ থেকে কার্যকর হবে।

৪. **নিরাপত্তা জামানতঃ**

ক) নতুন সংযোগ এবং অনুমোদিত লোড সংশোধনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হারে নিরাপত্তা জামানত প্রযোজ্য হবেঃ

গ্রাহক শ্রেণি		অনুমোদিত লোড সীমা (কি.ও.)	জামানতের হার (টাকা/কি.ও.)
১	এলটি—এ এবং এলটি—বি	২ কি.ও. পর্যন্ত	৪০০.০০
২	এলটি—এ এবং এলটি—বি	২ কি.ও. এর উর্ধ্বে	৬০০.০০
৩	এলটি—সি ১, এলটি—সি ২, এলটি—ডি ১, এলটি—ডি ২, এলটি—ই এবং এলটি—টি	সকল	৮০০.০০
৪	এমটি, এইচটি এবং ইএইচটি	সকল	১০০০.০০

খ) প্রি-পেইড মিটারের মাধ্যমে নতুন সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা জামানত প্রযোজ্য হবে না।

গ) প্রি-পেইড মিটার দ্বারা বিদ্যমান মিটার প্রতিস্থাপন করা হলে পূর্বের নিরাপত্তা জামানত ফেরত প্রদান করতে হবে।

৫. **অনুমোদিত লোডসীমা অতিক্রম এবং স্থাপনার পুনঃক্ষমতায়ন**

ক) কোন গ্রাহকের অনুমোদিত লোড হতে তার মিটারের রেকর্ডকৃত সর্বোচ্চ চাহিদা বেশি হলে অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত ব্যবহৃত বিদ্যুতের জন্য নির্ধারিত হারের দ্বিগুণ হারে ডিমান্ড রেট/চার্জ প্রযোজ্য হবে।

খ) কোন গ্রাহকের সর্বোচ্চ চাহিদা ক্রমাগতভাবে ৩ (তিন) মাস অনুমোদিত লোডের ১১০% অতিক্রম করলে সর্বোচ্চ চাহিদা কমানো অথবা অতিরিক্ত লোড অনুমোদন করিয়ে নেয়ার জন্য নোটিশ দিতে হবে। চতুর্থ মাসেও সর্বোচ্চ চাহিদা অনুমোদিত লোডের ১১০% এর বেশী হলে গ্রাহকের বিদ্যুৎ সরবরাহ ১৫ (পনের) দিনের নোটিশ প্রদানপূর্বক বিচ্ছিন্ন করা হবে।

গ) কোন গ্রাহক তার প্রয়োজন অনুসারে লিখিত অনুরোধের মাধ্যমে নিয়মমাফিক তার স্থাপনার অনুমোদিত লোড বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য আবেদন করতে পারবে।

ঘ) কোন গ্রাহকের বিদ্যমান অনুমোদিত/চুক্তিবদ্ধ লোড স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবর্তন করা যাবে না।

৬. **সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প এবং কৃষিভিত্তিক মৌসুমী ক্ষুদ্র শিল্প গ্রাহকের বিলিংঃ**

এলটি—বি (সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প) শ্রেণির গ্রাহক সেচ মৌসুমের পর এবং এলটি—সি ১ (ক্ষুদ্র শিল্প) শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত কৃষিভিত্তিক মৌসুমী ক্ষুদ্র শিল্প গ্রাহক মৌসুমের পর কিংবা অন্য কোন কারণে (গ্রাহকের ইচ্ছানুযায়ী) প্রযোজ্য সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ চার্জ পরিশোধ সাপেক্ষে সংযোগ বিচ্ছিন্ন রাখতে পারবেন। পুনরায় সংযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পুনঃসংযোগ চার্জ প্রযোজ্য হবে। সংযোগ বিচ্ছিন্নকালীন সময়ে ডিমান্ড চার্জ বা অন্য কোন চার্জ প্রযোজ্য হবে না।

৭. **ব্যাটারি চার্জিং স্টেশনঃ**

ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন এলটি—ডি-২ (রাস্তার বাতি, পানির পাম্প ও ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন) এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে এলটি—বি (সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প), এলটি—ডি ১ (শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল) এবং সকল এমটি, এইচটি ও ইএইচটি গ্রাহক আঙিনা ব্যতিত অন্যান্য নিম্নচাপ স্থাপনায় ব্যাটারি চার্জিং করা হলে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ উক্ত সংশ্লিষ্ট স্থাপনার শ্রেণিতে ব্যবহৃত হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

৮. **গ্রামীণ এলাকার পানির পাম্পঃ**

গ্রামীণ এলাকায় জনস্বাস্থ্যে/আর্সেনিক মুক্ত পানি সরবরাহের জন্য স্থাপিত সকল পানির পাম্প এলটি—ডি ২ (রাস্তার বাতি, পানির পাম্প ও ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন) গ্রাহক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এসকল গ্রাহককে বর্তমানে অন্য যে শ্রেণিতেই বিল করা হোক না কেন সেগুলো বিল মাস ডিসেম্বর ২০১৭ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এ শ্রেণিতে রূপান্তর হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

৯. **প্রযোজ্যতাঃ**

ক) **এলটি—সি ২ঃ নির্মাণ**

১) ৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত চাহিদাসম্বলিত সকল নির্মাণ কাজে (যথা-আবাসন, বাণিজ্যিক ও শিল্প স্থাপনা, ব্রীজ, ফ্লাই ওভার, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ইত্যাদি) বিদ্যুৎ ব্যবহার এ গ্রাহক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

২) ৫০ কিলোওয়াট থেকে সর্বোচ্চ ৩০ মেগাওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত চাহিদাসম্বলিত এরূপ বিদ্যুৎ ব্যবহার নির্ধারিত অনুমোদিত চাহিদার ভিত্তিতে এমটি—৪ অথবা এইচটি—৪ এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩) নির্মাণ কাজ সমাপ্তিতে নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় নির্মাণ সংযোগ যথাযথ শ্রেণিতে রূপান্তর করা হবে।

খ) এলটি—ডি ১ঃ শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল'

৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত চাহিদাসম্বলিত সকল শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতালের বিদ্যুৎ ব্যবহার এ গ্রাহক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

গ) এলটি—ডি ২ঃ (রাস্তার বাতি, পানির পাম্প ও ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন)

৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত চাহিদাসম্বলিত সকল রাস্তার বাতি, পানীয় জলের পাম্পিং এর উদ্দেশ্যে জনস্বাস্থ্যে স্থাপিত সকল পানির পাম্প/নলকূপ এবং যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত যানবাহনের জন্য ব্যাটারি চার্জিং স্টেশনের বিদ্যুৎ ব্যবহার এ গ্রাহক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

ঘ) এলটি—টিঃ অস্থায়ী

১) ৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত চাহিদাসম্বলিত স্বল্পস্থায়ী সামাজিক অনুষ্ঠান এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রমের (যে সকল সংযোগ স্থায়ী সংযোগে রূপান্তর হয় না) ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ব্যবহার এ গ্রাহক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে। সাধারণভাবে ন্যূনতম ৭ (সাত) দিন থেকে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাসের জন্য এ শ্রেণির সংযোগ বিবেচনা করা হবে, তবে গ্রাহকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে এ শ্রেণির বিদ্যুৎ ব্যবহারের সর্বোচ্চ সময় ১ (এক) বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে।

২) ৫০ কিলোওয়াট থেকে সর্বোচ্চ ৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত চাহিদাসম্বলিত এরূপ বিদ্যুৎ ব্যবহার এমটি—৬ গ্রাহক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

ঙ) এমটি—১ঃ আবাসিক

১) ৫০ কিলোওয়াট থেকে সর্বোচ্চ ৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত চাহিদাসম্বলিত সম্পূর্ণ আবাসিক স্থাপনা ও সমিতি চালিত বহুতল আবাসিক ভবন/স্থাপনায় সম্পূর্ণ আবাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহার এ গ্রাহক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

২) সাধারণভাবে মেইন মিটার ও সাব-মিটার পদ্ধতিতে মিটারিং/বিলিং হবে। তবে একক মিটার ভিত্তিক বিলিং ব্যবস্থাও বহাল থাকবে। উভয় ক্ষেত্রেই ট্রান্সফরমারের উচ্চচাপ প্রান্তে একটি মেইন মিটার থাকবে এবং সমুদয় এনার্জি রেকর্ড হবে। গ্রাহক ট্রান্সফরমার, উচ্চচাপ নিয়ন্ত্রয়ণকারী এবং রক্ষাকারী সরঞ্জাম এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর শুদ্ধকরণ সরঞ্জাম সহযোগে তার নিজের উপকেন্দ্র স্থাপন করবেন।

৩) মেইন মিটার সাব-মিটার পদ্ধতিতে মিটারিং/বিলিং এর ক্ষেত্রে প্রতিটি আবাসিক ফ্লাট/গ্রাহকের জন্য মেইন মিটারের আওতায় পৃথক সাব-মিটার ও হিসাব নম্বর থাকবে এবং এলটি—এ (আবাসিক) গ্রাহক শ্রেণির মূল্যহার (স্লাব সুবিধাসহ) ও শর্তাবলী অনুযায়ী আবাসিক সাব-মিটার সমূহের বিল করা হবে।

৪) মেইন মিটারের মোট ব্যবহৃত ইউনিট হতে আবাসিক সাব-মিটার সমূহের রেকর্ডকৃত/বিলকৃত ইউনিটের যোগফল বাদ দিয়ে প্রাপ্ত অবশিষ্ট ইউনিট কমন সার্ভিস ব্যবহার (Common Service Use) হিসাবে গণ্য হবে এবং এমটি—১ (আবাসিক) গ্রাহক শ্রেণির মূল্যহার (এনার্জি রেট ও ডিমান্ড রেট) ও শর্তাবলী অনুযায়ী কমন সার্ভিস ব্যবহারের বিল করা হবে। কমন সার্ভিস ব্যবহারের অনুমোদিত লোড নির্দিষ্ট করা থাকতে হবে।

৫) গ্রাহকের অনুরোধে একক মিটার ভিত্তিক বিলিং ব্যবস্থা মেইন মিটার সাব-মিটার ভিত্তিক মিটারিং/বিলিং ব্যবস্থায় রূপান্তর করা যাবে।

চ) এমটি—২ঃ বাণিজ্যিক

১) ৫০ কিলোওয়াট থেকে সর্বোচ্চ ৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত চাহিদাসম্বলিত সকল অফিস, শপিং কমপ্লেক্স/প্লাজা, হোটেল/মোটেল/রেস্টুরেন্ট, রিসোর্ট, বিনোদন স্থাপনা, সিনেমা হল, সকল ব্যবসায়িক/ট্রেডিং ও বাণিজ্যিক স্থাপনা/প্রতিষ্ঠান এবং বহুতল মিশ্র (বাণিজ্যিক ও আবাসিক) ভবন/স্থাপনায় বিদ্যুৎ ব্যবহার এ গ্রাহক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

২) ট্রান্সফরমারের উচ্চচাপ প্রান্তে একটি মেইন মিটার থাকবে এবং সমুদয় এনার্জি রেকর্ড হবে। গ্রাহক ট্রান্সফরমার, উচ্চচাপ নিয়ন্ত্রণকারী এবং রক্ষাকারী সরঞ্জাম এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর শুদ্ধকরণ সরঞ্জাম সহযোগে তার নিজের উপকেন্দ্র স্থাপন করবেন।

৩) বহুতল মিশ্র (বাণিজ্যিক ও আবাসিক) ভবন/স্থাপনা ব্যতিত অন্য সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রে একক পয়েন্ট মিটারিং ব্যবস্থায় বিল হবে।

৪) বহুতল মিশ্র (বাণিজ্যিক ও আবাসিক) ভবনের ক্ষেত্রে মেইন মিটার সাব-মিটার পদ্ধতিতে বিলিং হবে। প্রতিটি আবাসিক ফ্লাট/গ্রাহকের জন্য মেইন মিটারের আওতায় পৃথক সাব-মিটার ও হিসাব নম্বর থাকবে এবং 'এলটি—এ (আবাসিক) গ্রাহক শ্রেণির মূল্যহার (স্লাব সুবিধাসহ) ও শর্তাবলী অনুযায়ী আবাসিক সাব-মিটার সমূহের বিল করা হবে।

৫) মেইন মিটারের মোট ব্যবহৃত ইউনিট হতে আবাসিক সাব-মিটার সমূহের রেকর্ডকৃত/বিলকৃত ইউনিটের যোগফল বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ইউনিট বাণিজ্যিক এবং কমন সার্ভিস ব্যবহার (Common Service Use) হিসাবে গণ্য হবে এবং এক্ষেত্রে এমটি—২ঃ (বাণিজ্যিক ও অফিস) গ্রাহক শ্রেণির মূল্যহার (এনার্জি রেট ও ডিমান্ড রেট) ও শর্তাবলী অনুযায়ী বিল করা হবে। বাণিজ্যিক এবং কমন সার্ভিস ব্যবহারের অনুমোদিত লোড নির্দিষ্ট করা থাকতে হবে।

৬) যে সকল বহুতল মিশ্র (বাণিজ্যিক ও আবাসিক) ভবনে বর্তমানে একক মিটারিং ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে গ্রাহক ইচ্ছা পোষণ করলে নিজ খরচে মিটারিং ব্যবস্থা মেইন মিটার ও সাব-মিটার ব্যবস্থায় রূপান্তর করতে পারবেন।

৭) একক মিটারিং ব্যবস্থা মেইন মিটার সাব-মিটারিং ব্যবস্থায় রূপান্তরের পূর্ব পর্যন্ত একক মিটার ভিত্তিক বিলিং ব্যবস্থা বহাল থাকবে।

ছ) এমটি—৫ঃ সাধারণ

এমটি—১, এমটি—২, এমটি—৩ এবং এমটি—৪ এর অন্তর্ভুক্ত গ্রাহক ব্যতিত ৫০ কিলোওয়াট থেকে সর্বোচ্চ ৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত চাহিদাসম্বলিত একক পয়েন্ট মিটারভিত্তিক প্রতিষ্ঠান/স্থাপনা যেমনঃ বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্যান্টনমেন্ট, হাসপাতাল, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, পাবলিক লাইব্রেরী, যাদুঘর, পানির পাম্প, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, রেলওয়ে, মেট্রোরেল, ইত্যাদি গ্রাহকের বিদ্যুৎ ব্যবহার এ গ্রাহক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

জ) এইচটি—১ঃ সাধারণ

৫ মেগাওয়াট থেকে সর্বোচ্চ ৩০ মেগাওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত চাহিদাসম্বলিত একক পয়েন্ট মিটারভিত্তিক এমটি—৫ এ অন্তর্ভুক্ত স্থাপনা [অনুচ্ছেদ ৯(ছ) এ উল্লিখিত] এবং একক পয়েন্ট মিটারভিত্তিক বৃহৎ আবাসিক প্রকল্পের বিদ্যুৎ ব্যবহার এ গ্রাহক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

ঝ) এইচটি—২ঃ বাণিজ্যিক

৫ মেগাওয়াট থেকে সর্বোচ্চ ২০ মেগাওয়াট পর্যন্ত অনুমোদিত চাহিদাসম্বলিত একক পয়েন্ট মিটার ভিত্তিক সকল অফিস, শপিং কমপ্লেক্স/প্লাজা, হোটেল/মোটেল/রেস্টুরেন্ট, রিসোর্ট, বিনোদন স্থাপনা, সিনেমা হল, সকল ব্যবসায়িক/ট্রেডিং ও বাণিজ্যিক স্থাপনা/প্রতিষ্ঠান এ গ্রাহক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

১০. যে সকল গ্রাহককে পরিশিষ্ট-'ক' এ পুনর্নির্ধারিত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার এবং উপরের অনুচ্ছেদ ৯ এ নির্ধারিত শ্রেণি ব্যতিত ভিন্ন কোন শ্রেণিতে বিল করা হচ্ছে সে সকল গ্রাহক বিল মাস ডিসেম্বর ২০১৭ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত শ্রেণির গ্রাহক হিসাবে রূপান্তর হয়েছে বলে গণ্য হবে। এজন্য কোন চার্জ/ফি প্রযোজ্য হবে না।

১১. **মিটার ভাড়াঃ**

খ) বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী এর অর্থে স্থাপিত মিটারের ক্ষেত্রে মিটার ভাড়া সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়ম অব্যাহত থাকবে।

ক) নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে যেসকল গ্রাহক বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীর মিটার ও মিটার স্থাপনের যাবতীয় খরচ এককালীন বহন করতে আগ্রহী অথবা যেসকল গ্রাহক নিজে মানসম্মত মিটার সরবরাহ করবে তাদের নিকট হতে মিটার ভাড়া নেয়া যাবে না।

১২. বিবিধ চার্জ/ফিঃ

বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী কর্তৃক গ্রাহককে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মিটার পর্যন্ত বাউন্ডারি পয়েন্ট বিবেচনায় সেবার বিবরণ এবং বিবিধ চার্জ/ফি নিম্নোক্ত হারে নির্ধারণ করা হলোঃ

	বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবার বিবরণ	গ্রাহক শ্রেণি/প্রযোজ্যতা		ফি/চার্জ (টাকা)
১	নতুন সংযোগের আবেদন ফি (প্রতিটি মিটারের জন্য)	এলটি	ক) এক ফেজ	১০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৩০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		১০০০.০০
		ইএইচটি		২০০০.০০
২	অস্থায়ী সংযোগের আবেদন ফি	এলটি	ক) এক ফেজ	২৫০.০০
			খ) তিন ফেজ	৫০০.০০
		এমটি		১০০০.০০
৩	বকেয়ার কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ (DC) চার্জ/বকেয়ার কারণে বিচ্ছিন্ন সংযোগ পুনঃসংযোগ চার্জ (RC)	এলটি	ক) এক ফেজ	৬০০.০০
			খ) তিন ফেজ	১৫০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		৬০০০.০০
		ইএইচটি		১০০০০.০০
৪	গ্রাহকের অনুরোধে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ চার্জ (DC)/ গ্রাহকের অনুরাধে বিচ্ছিন্ন সংযোগ পুনঃসংযোগ চার্জ (RC)	এলটি	ক) এক ফেজ	২০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৪০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		১০০০.০০
		ইএইচটি		২০০০.০০
৫	গ্রাহকের অনুরোধে মিটার পরীক্ষা চার্জ	এলটি	ক) এক ফেজ	২০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৪০০.০০
			গ) এলটিসিটি	৬০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		১০০০.০০
		ইএইচটি		২০০০.০০
৬	গ্রাহকের অনুরোধে গ্রাহক আঙ্গিনায় মিটার পরিদর্শন চার্জ	এলটি	ক) এক ফেজ	১৫০.০০
			খ) তিন ফেজ	৩০০.০০
			গ) এলটিসিটি	৫০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		১০০০.০০
		ইএইচটি		২০০০.০০
৭	জরুরী প্রয়োজনে ট্রান্সফরমার ভাড়া (সর্বোচ্চ ১৫ দিন, তবে বিশেষ বিবেচনায় দ্বিগুণ হারে ৩০ দিন)	১১ কেভি ট্রান্সফরমার, ড্রপআউট ফিউজ কাটআউট সহ		৩০০.০০/দিন
		৩৩ কেভি ট্রান্সফরমার, ড্রপআউট ফিউজ কাটআউট সহ		৬০০.০০/দিন

১৩. খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহারের শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি কার্যকরের তারিখঃ

এলটি—সি ১ (ক্ষুদ্র শিল্প) গ্রাহকের পাওয়ার ফ্যাক্টর সারচার্জ ব্যতিত উপরের অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণিত খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহারের শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ ফি/চার্জ **বিল মাস ডিসেম্বর ২০১৭** থেকে কার্যকর হবে এবং পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে।

১৪. ব্যাখ্যা ঃ

খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহারের শর্তাবলী, প্রযোজ্যতা এবং বিবিধ চার্জ/ফি সংক্রান্ত কোনো বিধানের ব্যাখ্যা অথবা কোনো গ্রাহকের গ্রাহক শ্রেণি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনোরূপ অস্পষ্টতার উদ্ভব হলে, বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্তের জন্য অবশ্যই কমিশনে প্রেরণ করতে হবে, এবং তৎসম্পর্কে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(মোঃ মিজানুর রহমান)
সদস্য

(মোঃ আবদুল আজিজ খান)
সদস্য

(মাহমুদউল হক ভূঁইয়া)
সদস্য

(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

(মনোয়ার ইসলাম)
চেয়ারম্যান